قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الناس يعملون بالخير، وإنما يعطون أجورهم على قدر عقولهم.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষ বিভিন্ন রকম ভালো কাজ করে, কিন্তু কেয়ামতের দিন তারা বুদ্ধিমত্তার পরিমাণ অনুপাতে প্রতিদান পাবে। (*শুয়াবুল ইমান* : ১৬১)

বুদ্ধির জয়

মাওলানা শামীম আহমদ

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন দেশীয় ও ইসলামী আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

বুদ্ধির জয়

রচনা ও সংকলন
মাওলানা শামীম আহমাদ
শিক্ষক, জামিয়া ইমদাদিয়া দারুল উলুম
মুসলিম বাজার, মিরপুর, ঢাকা।

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী ™

উৎসর্গ

আমার প্রথম আত্মজ
সালমান আহমাদকে—

ইলম ও আমলের বুদ্ধিদীপ্ত দিঘল এক জীবনের প্রত্যাশায়।

ভূমিকা

আমরা জানি, মানব অস্তিত্বের সূচনাই হয়েছে জয় দিয়ে। সংগ্রামরত অসংখ্য শুক্রাণুর ওপর জয়ের মাধ্যমে তার আগমন। হয়তো সেই গৌরবান্বিত স্মৃতিই মানুষকে এখনো দীপ্ত রেখেছে জীবন-জয়ের অসংখ্য সংগ্রাম ও সাধনায়। মানুষের এক গোপন ভালোবাসার নাম হলো জয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে জয়ের গল্পে উঠে আসে কত কত যুদ্ধ ও পেশিশক্তির মহিমা। তবে এটিই কিন্তু জয়ের সবটুকু বর্ণনা নয়। ইতিহাসের সর্বক্ষেত্রে বুদ্ধির জয়টাই ছিল বেশি কার্যকর। বুদ্ধিহীন কোনো জয় আনতে পারে না। মানুষ না, কোনো আন্দোলন, সংগ্রাম, শক্তি ও প্রতিষ্ঠানও না। বুদ্ধি হলো সকল জয়ের পেছনে রক্তের মতো এক অদৃশ্য শক্তিমত্তা। বুদ্ধি চাই—জ্ঞান ও বিজ্ঞানে, সংগ্রাম ও সংযমে, ইলম ও আমলে, জীবন ও যৌবনে। এমনকি লড়াই ও রাজনীতিতে।

কিন্তু সবার কি আর বুদ্ধি সমান হয়? হয় না। হওয়া সম্ভব না। কিন্তু সুখের বিষয় হলো, যার যার স্থান থেকে বুদ্ধিকে বাড়িয়ে নেওয়ার এক বিস্ময়কর ক্ষমতা রয়েছে প্রতিটি মানুষের। কিছু চেষ্টা, কিছু প্রচেষ্টা, কিছু শ্রম ও সাধনা এবং জীবনব্যাপী একটি নিবিড় পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত বাড়িয়ে দেয় মানুষের বুদ্ধিমত্তা। ক্রমেই তার উন্নতি ও অগ্রগতি ঘটে।

হাসির কথায় হাসি আসে, ক্রন্দনের কথায় আসে ক্রন্দন; ঠিক একইভাবে বুদ্ধিমত্তার কথায় শানিত হয় বুদ্ধিমত্তা। এই বই মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে শানিত করার বই। আশা করা যায়,

গল্পগুলো অনায়াসে পাঠকের 'বুদ্ধির জয়কে' এগিয়ে নেবে আরও কয়েক ধাপ।

আমার প্রথম বই *বুদ্ধির গল্প*-র পর এটিও প্রকাশ করছে *রাহনুমা প্রকাশনী*। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত সকলকে আমার পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ। তাদের এই সুহৃদ উদারতা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। সকল প্রশংসা ও প্রার্থনা একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের নিকট।

শামীম আহমাদ
মিরপুর, ঢাকা।

সূচিপত্র

সূচিপত্র
ইল্‌মে দীনের গুরুত্ব ও ফজিলত--২৯
ইসলামী আন্দোলনের কিংবদন্তি শাইখুল ইসলাম
হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.--৩২
আমীরে শরীয়ত মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর রহ.--৩৭
শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.-এর জীবন ও সাধনা--৪১
৫২-এর ভাষা আন্দোলন : বীর বাঙ্গালির অহংকার--৪৮
অপসংস্কৃতির আগ্রাসনে আবদ্ধ যুব সমাজ : উত্তরণের উপায়--৫৩
ইসলামের দৃষ্টিতে ভোট--৫৬
শিশু-অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সা.--৬০
মুসলিম জাতির উন্নতি ও অধঃপতনের ইতিহাস--৬৫
মা-বাবার খেদমত সাফল্যের চাবিকাঠি--৭০
গণতন্ত্র বনাম ইসলামী শাসনতন্ত্র--৭৪
জাতি গঠনে নারী সমাজের ভূমিকা--৭৯
যৌতুক প্রথা ও বরযাত্রার কুফল--৮৩
বর্তমান পরিস্থিতিতে কওমী মাদ্রাসার প্রয়োজনীয়তা--৯০
স্বাধীনতা আন্দোলনে উলামায়ে কেরামের ভূমিকা--৯৩
নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সা.--৯৮
ইসলামী সভ্যতা বনাম পশ্চিমা সভ্যতা--১০৩
আদর্শ সমাজ গঠনে রাসূল সা.-এর অবদান--১০৮
জঙ্গিবাদের নানা নাটক মঞ্চস্থকরণ :
হক্বপন্থীদের অবদমিত করার কুটকৌশল--১১৩
সন্ত্রাস দমনে ইসলামের অবদান--১১৭
সেবার আড়ালে এনজিও-রা কি করছে--১২২

ইসলামে জিহাদের গুরুত্ব--১২৬
ইসলামে দেশপ্রেমের গুরুত্ব--১৩০
বর্তমান মিডিয়াজগত ও ইসলামী মিডিয়ার প্রয়োজনীয়তা--১৩৬
জাতির সেবায় উলামায়ে কেরামের অবদান--১৪০
লা-মাযহাবী ফেতনা ও তার প্রতিকার--১৪৩
কোরআন-হাদীসের আলোকে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মর্যাদা--১৪৯
আদর্শ জীবন গঠনে সময়ের মূল্য--১৫৫
আলেমসমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য--১৫৯
দেশবিরোধী অপশক্তির মোকাবেলায় আলেমসমাজের ভূমিকা--১৬৪
বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলমানদের ভবিষ্যৎ আশঙ্কা ও আশাবাদ--১৬৮
ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা ও আজকের অর্থনীতি--১৭২
ধর্মনিরপেক্ষতা জাতীয়তাবাদ বনাম ইসলাম--১৭৭
পহেলা বৈশাখ : ইতিকথা ও আজকের প্রেক্ষাপট--১৮১

বুদ্ধির জয় সবখানে

অনেক দিন আগের কথা। নির্জন এক মাঠের প্রান্তরে একটি ইবাদতখানা। সেখানে বনী ইসরাইলের এক লোক আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করে। জিকির-আজকার করে। এভাবেই তার একাকী দিন কাটে। লোকালয়ে যেতে হলে তার জন্য রয়েছে একটি গাধা।

এই নির্জন প্রান্তরে একদিন আসমান ভরে বৃষ্টি হলো। এতদিনের নীরস ভূমি আর্দ্র ও উর্বর হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে কয়েক দিনের মধ্যে চারপাশ ভরে উঠল মনোরম সবুজ সতেজ ঘাস ও তৃণলতায়। লোকটির গাধা সেখানে তখন চরে বেড়াচ্ছে। ঝকঝকে সুবুজ ঘাস খেয়ে ভীষণ মজা পাচ্ছে। এটা দেখে লোকটি সরল মনে হঠাৎ বলে উঠল, 'হে আল্লাহ, আপনার যদি কোনো গাধা থাকত, তা হলে আমার গাধাটির সাথে আমি সেটিও এই সতেজ তকতকে তৃণভূমিতে চরিয়ে বেড়াতাম।'

কথাটি কানে কানে তখনকার উপস্থিত নবীর নিকটও পৌঁছে। নবী আলাইহিস সালাম এ ধরনের 'কাণ্ডজ্ঞানহীন' উদ্ভট কথা শুনে ভীষণ রাগান্বিত হলেন। লোকটির ওপর বদদুআ করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তৎক্ষণাৎ নবীর নিকট ওহী পাঠিয়ে বললেন, '(লোকটি আসলে বোকা। বদদুআর প্রয়োজন নেই।) আমি আখেরাতে বান্দাদের প্রতিদান দেব তাদের আকল বা বুদ্ধিমত্তার পরিমাণ অনুপাতে।' (*শুয়াবুল ঈমান* : ১৬৩)

মুয়াবিয়া ইবনে কুররা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মানুষ তাদের বুদ্ধিমত্তার পরিমাণ অনুপাতে ভালো কাজ করে।' (*আলআকলু ওয়া ফাদলুহু* : ইবনে আবিদ-দুনইয়া)

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একবার একদল লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এক লোকের প্রচুর প্রশংসা করল। তার বিভিন্ন ধরনের কল্যাণকর কাজের বর্ণনা দিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে প্রশ্ন করলেন, লোকটির বুদ্ধি কেমন?

তখন তারা বলে উঠল, হে আল্লাহ তাআলার রাসূল, আমরা আপনার নিকট আলোচনা করছি তার ইবাদতের মগ্নতা, দীর্ঘতা এবং তার বিভিন্ন কল্যাণকর কাজের বিস্তৃতি নিয়ে। আর আপনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন তার আকল বা বুদ্ধিমত্তা নিয়ে (অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে আমরা এর সামঞ্জস্য করতে পারছি না। যদি দয়া করে একটু বুঝিয়ে দিতেন!)!

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একজন নির্বোধ জাহেল তার বোকামির কারণে কখনো এমন ভয়াবহ বিপদ ও ভ্রষ্টতায় আপতিত হতে পারে, অনেক পাপাচারীও যেখানে তার পাপের কারণে পতিত হয় না। মানুষ তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে মর্যাদা এবং পুরস্কার প্রাপ্ত হবে তাদের বুদ্ধিমত্তার পরিমাণ অনুপাতে।'

(*আলআকলু ওয়া ফাদলুহূ* : বুগয়াতুল হারিস : ২৫৫)

আবু ইসমাইল বলেন, 'আমরা মানসুর ইবনে মুতামিরের মজলিসে বসতাম। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম। মজলিস শেষ হতো দুআর মাধ্যমে। তিনি দুআর জন্য হাত উঠিয়ে বলতেন, হে আল্লাহ, আপনি আমাদের হেদায়েতের ওপর রাখুন, আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধি করুন, ...সমাজের মধ্যে আমাদের আদর্শ চরিত্রের অধিকারী করুন এবং আমাদের বুদ্ধিমত্তা দান করুন, যার দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতে আমরা উপকৃত হব...।'

দুআর মধ্যে তিনি আকল বা বুদ্ধিমত্তার জায়গায় এলেই আমি হেসে দিতাম। এটা আবার চাওয়া লাগে!

হঠাৎ একদিন মানসুর ইবনে মুতামির আমাকে বলে বসলেন, 'হে আবু ইসমাইল, আল্লাহর নিকট বুদ্ধিমত্তা প্রার্থনা দেখে তুমি এভাবে হাস কেন? জেনে রেখো, একজন লোকের নিকট এটা আছে,ওটা আছে, এত এত